মূল শব্দাবলী
পরিবার
শান্তি/প্রশান্তি
আচরণ

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

7 November 2025 / 16 Jamadilawal 1447H

<u>পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে শান্তি সঞ্চার করা</u>

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا إِلَىٰ طَرِيقِ الإِيمَانِ، وَمَنَحَ فِي صُدُوْرِنَا السَّكِينَةَ وَالاطْمِئْنَانَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তাঁর সচেতনতা হৃদয়ে ধারণ করো। তাঁর নির্দেশসমূহ মান্য করো এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করো। একমাত্র সত্যিকারের প্রভু আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখার মাধ্যমে শান্তি ও প্রশান্তি অনুসন্ধান করো। তিনি যেন আমাদের সকল কাজে বরকত ও কল্যাণ দান করেন। আমিন, ইয়া রাব্বুল আলামিন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

নিশ্চয়ই প্রতিটি মানুষই নিজের পরিবারের জন্য সর্বোত্তম কিছু দিতে চায়। কিন্তু পরিবার আসলে কী চায়? তা কি কেবল ভালোবাসা, আর্থিক সংস্থান, নাকি আরামদায়ক এক আশ্রয়? হ্যাঁ, এসবই যে কোনো

পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এমন একটি মৌলিক মূল্যবোধ রয়েছে, যা প্রতিটি পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলে—আর তা হলো *সাকিনাহ্*, অর্থাৎ শান্তি ও প্রশান্তি।

সুরা আর রুমের ২১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

অর্থঃ আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে"।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা মানুষকে পুরুষ ও নারীর যুগল আকারে সৃষ্টি করেছেন——যেন তারা শান্তি ও প্রশান্তির মধ্যে জীবনযাপন করতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে ভালোবাসা বিকশিত হয়, তার ফলেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সন্তান নামের এক মূল্যবান উপহার আসে। সেই স্নেহ ধীরে ধীরে ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও পরিজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যা পরস্পরের প্রতি উষ্ণতা ও ঘনিষ্ঠতার বন্ধন গড়ে তোলে। এটাই সেই সুখ, প্রশান্তি ও ভালোবাসা, যার স্বপ্ন দেখে প্রতিটি পরিবার।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

মানব প্রকৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট হল, প্রতিটি পারিবারিক সম্পর্ক সবসময় শান্তি অবস্থান করে না। অনেক সময় সম্পর্কের বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বন্ধন ফিকে হতে শুরু করে। এর কারণ কেবল আর্থিক সংকট বা বস্তুগত অভাব নয়; বরং অনেক সময় এমন নেতিবাচক অভ্যাস ও মানসিকতা থেকেও তা জন্ম নেয়, যা আমরা নিজেরাও টের পাই না।

যখন পরিবারের কোনো সদস্য নিজেকে অবমূল্যায়িত মনে করে, বারবার সমালোচনার শিকার হয়, মানসিক চাপে ভোগে, কিংবা নির্যাতনের সম্মুখীন হয়—তখন পরিবারের সেই শান্তি ও প্রশান্তি অনিবার্যভাবে ভেঙে যায়।

নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যেন আমরা পরিবারের সদস্যদের প্রতি সদ্ব্যবহার করি এবং তাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকি। পারিবারিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ।

আমাদের নবীকরিম (সঃ) একদা বলেছিলেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজের পরিবারের সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করে। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম আচরণকারী।" (ইমাম তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত)

এই ভবিষ্যদবানীমূলক নির্দেশনা থেকে আজকের খুতবায় তিনটি উত্তম অনুশীলন তুলে ধরা হয়েছে, যা আমাদের পরিবারে প্রশান্তি সঞ্চারে সহায়তা করতে পারে:

প্রথমত: আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে যোগাযোগ করা

আমরা কথা বলার বা কোনো কাজ করার আগে একবার চিন্তা করি—আমাদের কথা বা কাজ কি ইতিবাচক, নাকি কষ্টদায়ক? তা কি উপকার বয়ে আনবে, নাকি ক্ষতি করবে? এবং আমরা কি সবচেয়ে উপযুক্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করছি?

কখনো কখনো আমাদের উদ্দেশ্য ভালো থাকে—আমরা পরামর্শ দিতে চাই। কিন্তু কেবল ভালো উদ্দেশ্য যথেষ্ট নয়, যদি আমাদের কথা অন্যের হৃদয়ে আঘাত হানে। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয় এমন ভাষা ব্যবহার করতে, যা হৃদয় স্পর্শ করে, নেতিবাচক আবেগ উসকে দেয় না।

আমাদের পরিবারে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে শিখতে হবে—আমাদের বার্তা যেন গঠনমূলক হয়, ধ্বংসাত্মক নয়।

দ্বিতীয়ত: ভুল স্বীকার করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা

মানুষ হিসেবে আমরা কখনো না কখনো আমাদের পরিবারের সদস্যদের কষ্ট দিয়ে থাকতে পারি, তাদের কিছু প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হতে পারি, কিংবা অবহেলার শিকার মনে করতে পারি। অনেকের হৃদয়ে হয়তো এখনো এমন কিছু কষ্টের স্মৃতি রয়ে গেছে, যা এখনো নিরাময় হয়নি।

তাই আমাদের সচেতন ও আত্মবিশ্লেষী হতে হবে। যদি অতীতে কোনো ভুল করে থাকি, তবে তা স্বীকার করতে হবে। তাদের অনুভূতি মনোযোগ দিয়ে ও সহানুভূতির সঙ্গে শুনতে হবে। পুরনো কষ্টকে তুচ্ছ করে দেখা বা অস্বীকার করা উচিত নয়। নিজেদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে পারি—কারণ ক্ষমা চাওয়া দুর্বলতার নয়, বরং শক্তির পরিচয়।

সবসময় তর্কে জেতার প্রবণতা থেকে সতর্ক থাকতে হবে—কারণ তর্কে জয়ী হলেও আমরা পরিবারের শান্তি হারাতে পারি।

তৃতীয়ত: রাগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ধৈর্য অনুশীলন করা

কখনো কখনো পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কগুলির মধ্যে রাগ, হতাশা কিংবা মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অনেক সময় অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আরও গুরুতর বিষয় হলো, রাগ কখনো কখনো সহিংসতায় রূপ নিতে পারে—যা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

যখন রাগ অনুভব করি, তখন কিছুক্ষণ থেমে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। নবী করিম (সাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন—রাগ হলে নীরব থাকতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে এবং তাড়াহুড়া করে

কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাইতে হবে—বলতে হবে *আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম*। নামাজের অবস্থান পরিবর্তন করা (দাঁড়িয়ে থাকলে বসা, বসে থাকলে শোয়া) কিংবা অজু করা আমাদের হৃদয়ে প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

সম্মানিত মুসুল্লীগণ,

প্রত্যেক মানুষই এমন একটি পরিবারের মধ্যে বসবাসের যোগ্য, যা সম্প্রীতি ও শান্তিতে ভরা, এবং যেখানে বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ভালোবাসা ও উষ্ণতা বিরাজ করে। আমাদের এবং আমাদের পরিবারের মধ্যের সম্পর্কগুলিকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক্ষতিকর, নেতিবাচক প্রভাব থেকে কিভাবে পরিবারকে রক্ষা করতে হবে, এমনকি নিজের মধ্য উদ্ভূত নেতিবাচক প্রভাব থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিদিন দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যে আমরা আমাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলেমিশে সদগুণের পথে অগ্রসর হব।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের পরিবারকে শান্তি, ভালোবাসা ও বরকত দিয়ে বর্ষিত করুন, যেন তারা প্রতিটি পরিবারের সদস্যের জন্য প্রশান্তি, করুণা ও আধ্যাত্মিক পুরস্কারের উৎস হয়ে ওঠে।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

ছাত্র-ছাত্রীদের এই পরীক্ষার মৌসুমে আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে সকল ছাত্রছাত্রী এবং আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি এবং মনের স্বচ্ছতা দান করা হোক, যেন তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের পরীক্ষা মোকাবিলা করতে পারে। সকল পিতা-মাতা, পরিবারিক সদস্য এবং শিক্ষককূলকেও প্রজ্ঞা ও ধৈর্য দান করুন যেন তারা ছাত্রছাত্রীদের সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা ও সহায়তা দিতে পারে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে উপকারী জ্ঞান দান করুন এবং আমাদের শেখা জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন। হে আল্লাহ, হে সামি' (সর্বশ্রোতা), হে আলীম (সর্বজ্ঞ), আমাদের হৃদয়ে সত্যিকারের জ্ঞান এবং আন্তরিক বিশ্বাস সঞ্চার করুন, যেন আমরা চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারি।

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتابِعي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَنَ، ما ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يا رَبَّ العَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عَامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.